দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 OCT 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

32

কৃষি ভার্সিটির সন্ত্রাস

সন্ত্রাসের পর সন্ত্রাসে কৃষি ভার্সিটি এখন জর্জরিত। রোগ নিরাময়ের একমাত্র ব্যবস্থারূপে ভার্সিটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু রোগ সারে না। খোলা হইলে আবার সন্ত্রাস শুরু হয়। ফলে আবার মোক্ষম দাওয়াইরূপে ভার্সিটি বন্ধ হয়। এভাবেই চলিতেছে শুধু কৃষি ভার্সিটি নয়, প্রায় সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইহা বর্তমানে পরীক্ষিত সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া সন্ত্রাস নির্মূল সম্ভব নয়।

ইহা সকলেরই জানা যে, সন্ত্রাসের নেপথ্যে রহিয়াছে প্রধান দুইটি ছাত্র সংগঠন। তাহাদেরই বন্দুকবাজি বোমাবাজির কারণে আজ ছাত্র সমাজের জীবন বিপন্ন। অথচ গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে জড়াইয়া তাঁহারাই অনবরত মুখে শান্তি ও গণতন্ত্রের খৈ ফোটাইতেছে। সন্ত্রাস দমনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি বিবেচনার দাবী রাখে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস—

১। সেমিষ্টার পদ্ধতি চালু করিয়া ছাত্রদের সারা বৎসরই ব্যতিব্যস্ত রাখিতে হইবে; ২। সীট বন্টন করিতে হইবে স্রেফ মেধার ভিত্তিতে; ৩। যে কোন পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখিতে হইবে; ৪। সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার করিতে হইবে; ৫। সরকারকে হইতে হইবে নিরপেক্ষ এবং ক্যাম্পাস হইতে অস্ত্র দূর করিতে হইবে; ৬। ভার্সিটি প্রশাসনে কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে হইবে; ৭। পর পর দুইবার ফেল করিলে ভার্সিটি হইতে বহিষ্কার করিতে হইবে এবং সর্বোপরি ছাত্র-সংসদের বাজেট কমাইয়া দিতে হইবে।

—ফরহাদ আহমেদ, ২০২, সোহরাওয়ার্দী হল, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।